রিসাইটাল স্কলারকাল

একটি ভিন্নধর্মী শিল্পে পত্রিকা

ই-বুক।পঞ্চদশ সংখ্যা। জুন,২০২২

প্রকৃতি

সংখ্যা

সূচীপত্র

শুধু যাওয়া আসা,শুধু স্রোতে ভাসা

উদার প্রকৃতি চাইছে আরো সচেতনতা

Chipko Movement

Narmada Bachao Andolan

অন্যান্য

আধখানা ভালো ছেলে আধা মস্তান

শুধু যাওয়া আসা,শুধু স্রোতে ভাসা

সোমনাথ ঘোষ

আমি বরাবর জটিলতা কে পাশ কাটিয়ে থাকি।পাহাড়ের ধারালো প্যাঁচে সর্বদাই আমার গা গুলিয়ে ওঠে। বরং বোকা বোকা নেশাখোর ঢেউ গুলোকেই সহজবোধ্য বলে মনে হয় আমার। একটা গঙ্গার ঘাট, ওপাড়ে থাকা আমার নিজের মফস্বলের একটা টুকরো, আরেকটু বুড়ো হওয়া সুর্য, সব কিছু মিলিয়ে দিনের শেষে ঢেউ গুলো চোখে জমা হলেই আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারি। নিজেকে সোজা সাপ্টা বালির টুকরো মনে হয় তখন। আজকাল দিন গুলো বড় পাহাড়সম লাগে। ভারি ক্লান্তিকর! দূর থেকে যতটা মোহময়ী, কাছে এলে তত তোমার মত দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে দিনগুলো। আমি পরিবর্তন মেনে নিতে পারিনি কোনোদিন। কিন্তু প্রতিটা প্যাঁচালো রাস্তার মোড় ঘুরতে না ঘুরতেই পাহাড় আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছে, পরিবর্তন ছাড়া কোনো কিছু স্থায়ী নয়।

একটা করে দিন যাচ্ছে, আর পাহাড়ি রাস্তার বাঁকে আমার গা গুলিয়ে উঠছে। আমি সমুদ্র ভালোবাসি। কিন্তু, আমি দেখতে পাচ্ছি, ঢেউ গুলো কেমন যেন নুড়িমাখা হয়ে যাচ্ছে। তোমার পাথর চোখের মত সমুদ্রটা শক্ত থেকে শক্ততর হয়ে উঠছে। এখন, কত রাত নির্ঘুমে কাটে আমার। আগে ভুতের ভয়ে মুখে চাদর চাপা দিয়ে মরার মত শুয়ে থাকতাম। এখন নির্ঘুম রাতগুলোতে, ঐ চাদরই বেঁচে থাকার ভয় দেখায়।

আরও একটা দশক আসছে! আর, আমার বয়স বাড়ছে। সাহস, ভয়, হাসি, কান্না, বিচ্ছেদ, বিরহ সব কিছুর উর্দ্ধে গিয়ে বুঝেছি, এই দশকে, উনিশ বছরের একটা মেয়ে থেকে উনত্রিশ বছরের এক মহিলা হয়ে উঠছি আমি।বছরের রূপ ধরে, শহরে নতুন অতিথি আসছে। তাই গায়ে শীত মেখে, সে সেজে উঠেছে। গান বাজনা, চারিদিকে আনন্দ ঝরে পড়ছে কুয়াশার মতন। আর আমি সবার মধ্যে থেকেও, একা পাগলের মত আমার ঢেউ গুলো খুঁজে বেড়াচ্ছি! সবার সামনে বসে বসে আমি মোহনা, নদী, সমুদ্র, সব জায়গায় ঘুরে চলে এলাম! এই নতুন বছরে ঢেউ গুলোকে সঙ্গে করে নিয়ে, তবেই যাব আমি। পাহাড়ি রাস্তায় অর্ধমৃত ঢেউ গুলো কে আর একা ছাড়া যাবেনা।

আমি জানি, নেশাদের জন্ম হয়, মরে যাবে বলে। আর, মানুষের মৃত্যু হয়, বাঁচার নেশায় বাঁচবে বলে। বেঁচে থাকাও তো একটা নেশা, ঢেউতে বেশ নিজেকে ভাসিয়ে রাখার মত। যেন উথালপাতাল করা নেশাতুর বছর! যারা, আসা যাওয়ার হিসাব না কষে জন্ম মৃত্যু, জন্ম মৃত্যু করতে করতে একদিন হুট করে জন্মায় আবার হুট করে মরেও যায়।

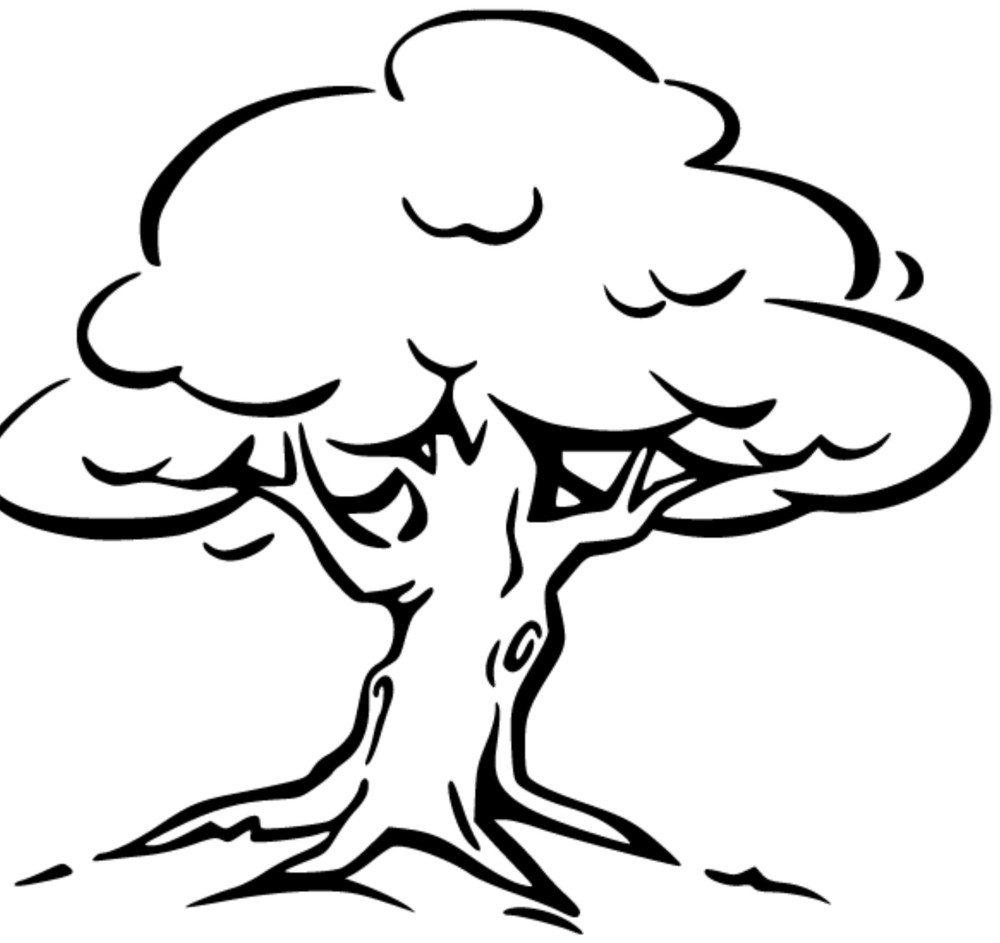

ঊদার প্রকৃতি চাইছে আরো সচেতনতা

বিশ্বরূপ হাওলাদার

এখন প্রতিবছর একাধিক বন্যা ও ঝড় আমাদের জীবনের অংশবিশেষ। বিগত কিছু বছর ধরে ভারতে যে পরিমানে প্রাকৃতিক আপদ-বিপদ বেড়ে চলেছে তার ফলে মানুষের ঘর বানানোর আগে ভাঙে বেশি। ২০২১ সালে ভারতে ৫০ লক্ষ মানুষ তাদের ঘর থেকে বেদখল হয়েছে। হয়তো তাদের বাড়ি মাটিতে মিশে গেছে অথবা সে ঘরে ফেরার মতো পরিস্থিতি নেই। এই বিস্তার ক্ষয়ক্ষতির দায়ভার একা হাতে তুলে নিয়েছে প্রকৃতি। আর সেই প্রকৃতিকে এমনটা করতে বাধ্য করেছে মানব সভ্যতা। এটা প্রতিঘাত, প্রকৃতি বরাবরই আঘাত ফিরিয়ে দেয়। যে আঘাত মানুষ অতীব সচেতন ভাবেই হেনেছে। এই আঘাত ফিরিয়ে দেওয়ার ফলে গতবছর গোটা পৃথিবী জুড়ে ১০ কোটি মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে। অবশ্য, এর মধ্যে রাজনৈতিক কিছু কারণ তো আছেই তবে এই সিংহভাগ ঘরহীন মানুষের জীবনের পিছনে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন।

পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়েছে ১.২ সেলসিয়াস। ১৮০০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত -২.০ থেকে বেড়ে তাপমাত্রা প্রায় ১.৫ পৌঁছে গেলে। তার প্রতিফল আমাদের অজানা নেই। সমুদ্র আরো ধেয়ে আসবে মানুষের বসতির দিকে। যে সব সৈকতে মানুষ এখন দিব্যি ছুটি কাটাচ্ছে তারা ভবিষ্যতে তলিয়ে যাবে নোনা জলের তলে। এ এক প্রকৃতির আক্রমণ। মানুষের পায়ের তল থেকে মাটি কেড়ে নেওয়ার মতোই আক্রমণ। তাপমাত্রা বাড়ার ফলে বরফ গলবে। জলের পরিমাণ বাড়তে অথচ মানুষের কাছে পানীয়জল থাকবে না। এই সময় দাঁড়িয়েই যে বিভিন্ন রাজ্যে পানীয়জলের সমস্যা দ্যাখা দিয়েছে তা শোচনীয়। তাছাড়া তাপমাত্রা বাড়ায় ঋতুচক্রে বিরাট প্রভাব পড়েছে। বৃষ্টি ও জল খাদ্য উৎপাদনে যে ভুমিকা পালন করে থাকে। সে কথা শুধু কৃষক নয় সাধারণ উপভোক্তাও জানে। এই অনিয়মিত বৃষ্টি অথবা বৃষ্টির না হওয়ার ফলে খাদ্য উৎপাদনে সমস্যা দ্যাখা দেবে। মানুষের বেঁচে থাকার প্রধান দু'ই সূত্র কেড়ে নিতে পারে প্রকৃতি। খাদ্য ও জল।

ভারতের মতো দেশে বৃষ্টি যেমন প্রয়োজনীয় তেমনই অত্যাধিক বৃষ্টি ক্ষতিকারক। বৃষ্টিহীনতায় যে ভাবে ফসল নষ্ট হয় ঠিক তার উল্টো পিঠে অত্যাধিক বৃষ্টিতে ক্ষেতের পর ক্ষেত ভেসে যায়। অর্থাৎ খাদ্যের জন্য যে জলবায়ু দরকার সেই জলবায়ু টালমাটাল অবস্থা হলে আমাদের বেঁচে থাকার নিয়ে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্নের সম্মুখীন দাঁড়াতে হবে। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপরে যে প্রভাব পড়েছে তা মৃত্যুর পরিসংখ্যান স্পষ্ট করে দেয়। বাড়তে থাকা তাপমাত্রার সাথে মানুষ কিভাবে নিজেদের মানিয়ে নেবে তা এখনো স্পষ্ট নয়। ডিহাইড্রেশন, অপুষ্টি ও নানান সংক্রমণ মানুষের মাঝে সহজে ছড়িয়ে পড়বে। মানুষের পাশাপাশি বন্য প্রাণির অস্তিত্ব লুপ্ত হবে।

CHIPKO MOVEMENT

Subhra Saha

Chipko movement was born in a small hilly village, at the himalayan region of Uttarakhand (then part of Uttar Pradesh), Advani in Tehri Garhwal district of Uttar Pradesh and was a strongest forest conservation movement in India.The illiterate adivasi women led this movement in Dec,1972.It challenged the old belief that forests mean only timber and emphasized their roles as the basis of human life.The women symbolically tied sacred threads around the trees,faced police firing in February 1978 and later courted arrest.The movement continued under the leadership of Indian environmentalist Sri Sundarlal Bahuguna in various villages and his creation of the Chipko's slogan. Their plan was to plant five F's – food,fodder,fuel,fiber,fertiliser and the slogan is "Ecology is permanent economy ".The support for the movement came mainly from the womenfolk.Chipko movement is a movement that practiced methods of Satyagraha where both male and female activists from Uttarakhand played vital roles, including Gaura Devi, Suraksha Devi, Sudesha Devi, Bachni Devi and Chandi Prasad Bhatt, Virushka Devi, Govind Singh Rawat, Dhoom Singh Neji, Shamsher Singh Bisht and Ghanasyam Raturi, the Chipko poet, whose songs are still popular in the Himalayan region.Today, beyond the eco-socialism hue, it is seen increasingly as an ecofeminism movement (not to be confused with Feminist Movement). The Chipko women believed that the trees were alive and could breathe like them.Thus trees should be respected. The hill women used fruits, vegetables, roots from it in times. Dependency on forest resources was institutionalized through religion, folklore, oral tradition etc.The Chipko movement was against tree felling which is nationally and internationally discussed as the peoples' ecological movement for the protection of natural environment. Men migrated to the plains and women were left to cope with an impoverished existence and they are provided for old and children.Women repeatedly challenged administrators and politician stating, planning without fodder, fuel, water.The forests were these women's home. Gaura Devi led 27 village women to prevent the contractors and forest department personnel, about 60 men in all from entering the Reni forest to cut 2,145 trees. While the women blocked the narrow passage leading to the forest,the men used all sorts of threats and also misbehaved with the women. But the women bravely refused to budge.They successfully understood the leadership roles by this movement.On 26 March 2018, a Chipko movement conservation initiative was marked by a Google Doodle on its 45th anniversary. In 1987, the Chipko movement was awarded the Right Livelihood Award for its dedication to the conservation, restoration and ecologically sound use of India's natural resources.

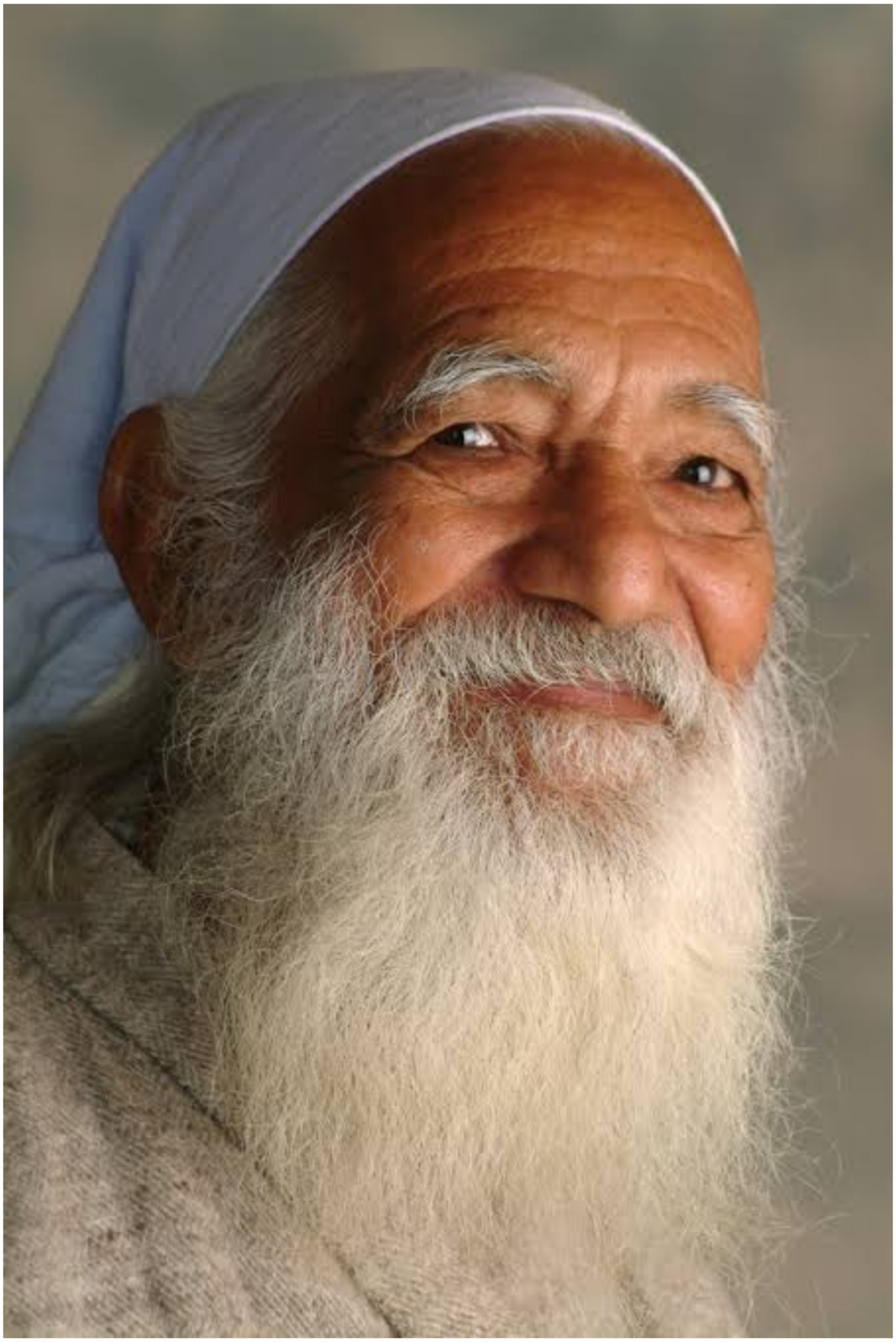

অন্যান্য বছরের তুলনায় গতবছর-ই ভারতের দিকে তাকালে বোঝা যায় ঘূর্নিঝড়ে বিভিন্ন রাজ্যে হাজার হাজার মানুষ ঘর ছাড়া ও মৃত্যুবরণ করছেন। এছাড়া ১৯৭১ সালের পর থেকে ভারতে শুধু দাবদাহে ১৭ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গতবছর মুম্বাইয়ে প্রতি ঘণ্টায় ১৮৫ কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় ভাররে বিগত ৩০ বছরে দ্যাখা যায়নি। ঝড় ও বন্যা ছাড়াও ২০১৯ সালে বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ। বিশেষজ্ঞদের দাবী জলবায়ু পরিবর্তনই এই অত্যাধিক বজ্রপাতের কারণ। সম্প্রতিক এক গবেষণা বলছে জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে ৩৪ শতাংশ বজ্রপাত বেড়েছে। তার ফলে বন্যপ্রাণীদেরও মৃত্যু দর বেড়েছে। ২০২১ সালে প্রায় ১৮ টি হাতি বজ্রপাতে মৃত্যু হয়েছে।

জলবায়ুর পরিবর্তনের ফল শুধু ভারত নয় পাশাপাশি অন্যান্য দেশও তার হিংস্রতা প্রতিনিয়ত দেখে চলেছে। তব্ব সবটুকু দোষই মানব সভ্যতার। এই গাফিলতি শুধু এ-প্রজন্মের নয়। বরং পিছিয়ে গেলে দেখা যায় বহু প্রজন্মই এই ক্ষতির অংশীদার। প্রকৃতিকে সহজে আঘাত করা যায় না, তার নিয়ম সহজে বদলে ফেলা যায় না। মানব সভ্যতার কাছে প্রকৃতি যেভাবে জীবনের কারণ ঠিক উল্টোপিঠে সভ্যতার ধ্বংসেরও কারণ। আমরা যেভাবে প্রকৃতি থেকে পৃথিবীর বুক থেকে সমস্ত কিছু নিংড়ে নিচ্ছি তার প্রতিফলন যে কী ভয়ংকর হতে পারে। মানুষ এখনো বিশ্বাস করতে চাইছে না।

মানুষ নিজের জীবন ফেরত চাইলে তাকেও পিছিয়ে যেতে হবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। ছোট ছোট অভ্যাস বদলে ফেললে একটা বড় বদলের দিকে হাঁটা যেতে পারে। যে সব কথা জনসার্থে রোজ বলা হচ্ছে। সাইকেলের ব্যবহার, প্লাস্টিক এড়িয়ে চলা, ইলেক্ট্রিসিটি বাঁচানো, গাছ লাগানো। এমন ছোট ছোট অনেকগুলো অভ্যাস নিজের জীবনে জুড়ে নিলে একটা বড় বদল আনা যেতে পারে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়ছে তার দিকে তাকিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় প্রতিটি মানুষ চেষ্টা করলে এটা সহজেই সম্ভব। আমাদের পূর্ব প্রজন্মেরা আমাদের কথা আদৌও ভেবেছে কি-না সে প্রশ্ন থেকে বেরিয়ে এসে আমরা আগামী প্রজন্মের কথা অবশ্যই ভাবতে পারি। আর ভাববার দরকারও আছে। আপনার সন্তান শুধু শিক্ষা ও অর্থ নিয়ে বেঁচে থাকতে পারবে না। তার প্রাথমিক প্রয়োজন হয়ে উঠবে একটা সুস্থ প্রকৃতি নিশ্বাস নেওয়ার জন্য। আমাদের এই সময় দাঁড়িয়ে প্রতিটি মানুষের মুখে মাস্ক সাধারণ জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়ালেও ভবিষ্যতে বেঁচে থাকার জন্য রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারে মতো অক্সিজন সিলিন্ডার সকলেই ব্যবহার না ক্রয় করতে সক্ষম হবে বলে মনে হয় না। যেভাবে এখন রান্নার ইন্ধন ক্রয় করতে সাধারণ মানুষের কালঘাম ছুটতে তেমনই যদি একদিন বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন কিনতে কালঘাম ছুটে যায় তাহলে মানব সভ্যতাকে আর মানব সভ্যতা বলা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমরা এখনই রোজ ব্যবহারের পানীয় জল কিনে খাই। পাঁচ বছর আগেও এ-কথা কেউ ভাবতে পারেনি।

এত-এত ডেড থ্রেটের মাঝে দাঁড়িয়ে শান্তির নিশ্বাসটুকুও বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ফলে আমাদের আজ থেকেই নিজের জন্য অন্তত নিজের পৃথিবীটাকে গুছিয়ে নিতে হবে। যে যুদ্ধের সম্ভাবনা আগামীকাল তার সমস্ত সম্ভাবনাই যদি আজ আমরা মিটিয়ে নিতে পারি। তবে কাল একটিও মৃত্যু ঘটবে না। সুতরাং আজ এখনই এই প্রকৃতির কাছে আমাদের সব ঋণ ফিরিয়ে দেওয়া উচিৎ। জলবায়ু পরিবর্তনকে একটা সুস্থ ভোর দিতে আমাদের একটা সুস্থ ভোরের কথা চিন্তা করা খুব দরকার।

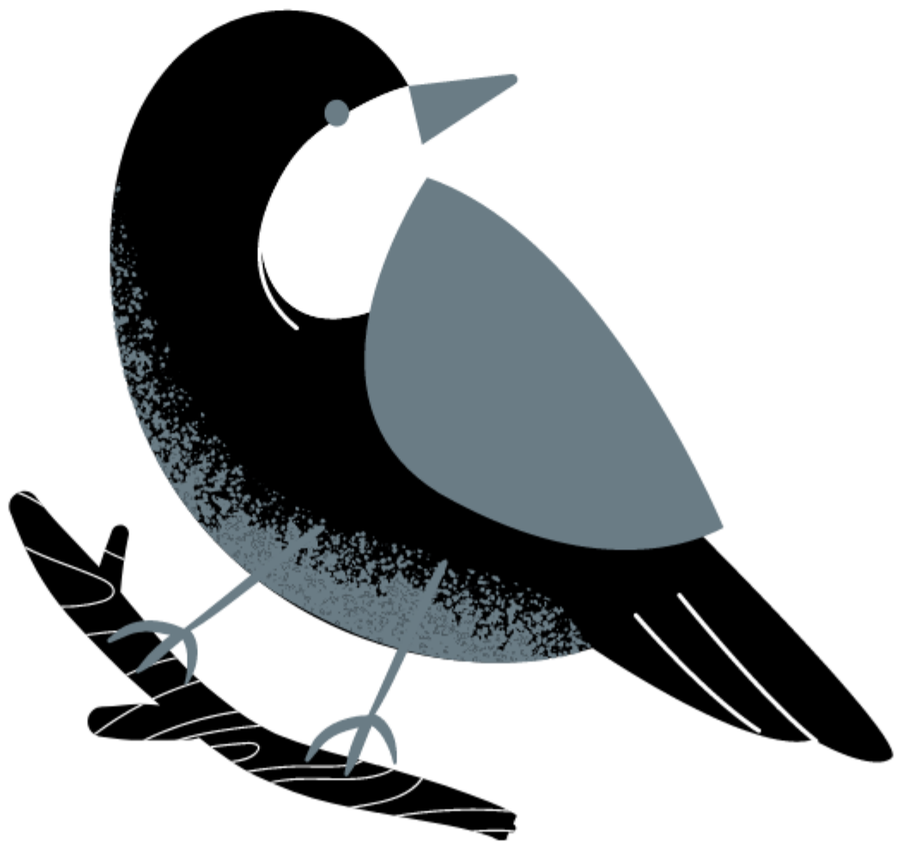

NARMADA BACHAO ANDOLAN

‘Like the Ganges it is a sacred river and from source to mouth it is by very for the most beautiful river in India’. Further, ‘of all the rivers of India none is surrounded by more romance; for strange fantastic beauty it ranks high among ther rivers of the whole world’ (Geoffrey Maw, p.2).The above description is of the river Narmada, the largest west-flowing river in the Indian peninsula, that arises on the plateau of Amarkantak in the Shahdol district of Madhya Pradesh. It covers the states of Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and parts of Rajasthan. Its course is 1312 kms to the Arabian Sea through lush forests, hills,agricultural regions and rocky gorges. It has around 41 tributaries, surrounded by 3 mountain ranges of Satpura, Vindhya and Maikal, and on the fourth side merges into the Arabian Sea. On its basin, the villages constitute 81% and comprise mainly tribal population consisting of Bhils, Gonds, Baigas and others whose primary occupation is agriculture. The Narmada basin is rich in its natural resources.The Narmada Valley Development Project According to the Planners of India, Narmada valley is a backward region that lacks irrigation facilities. The mineral and natural resources are unexploited, hydro-electric power is under-utilised and infrastructural facilities are dismal. The features of the underdevelopment like low electricity consumption, little industrial activity, slow urban growth, below average agricultural yields, lack of modern medical, educational and banking facilities were very much evident.Though the idea of the project was conceived in 1946, the states through which the river takes its course have got entangled in deciding the resource use, the area to be irrigated and sharing of water. The project commenced after the Narmada Water Disputes Tribunal (NWDT) gave its consent for the planning and work on the largest single river valley project in India.The project also promised to provide employment, to check floods, supply water for domestic and industrial use and promote tourism. In reality, the project not only lacked meticulous planning but also careful implementation as it involved a large-scale exploitation of natural resources on the river basin, threatening to submerge the vast areas of forest and agricultural land. The region being geologically seismic zone, the earthquakes posed severe threat to the region, threatening an acute damage to the dam. Over 150,000 acres of forest land came under the submergence threat and the total area of forest under the threat of flood constituted around 350,000 hectares, amounting to around 11% of the river basin’s forests. The submergence also posed immense pressure on the adjoining areas and its land resources due to large scale migration of people, threatened by the submergence fears.The NWDT laid down certain directives to take care of the displaced people and the compensation that needs to be paid, in place of the land they have lost. It called for an adequate resettlement grant, and the provision of basic amenities like housing sites,primary schools for children, health dispensaries and transport facilities. The directives did not contain the provision for land acquisition for the displaced and directed the latter to acquire land with the resettlement sum provided by the government.

It had also posed new challenges like unemployment and inadequate measures of alternative incomes in the new villages. The rehabilitation efforts varied from state to state with Gujarat providing better compensation and resettlement facilities as compared to Madhya Pradesh and Maharashtra. With no hope for secure economic future, the displaced launched the Narmada Bachao Andolan in order to assert their rights and ensure justice. The Andolan is one of the longest struggles against a development project in the post-independent era,asserting the rights of the displaced and demanding an adequate compensation package for such communities.The Narmada Bachao Andolan or the Save the Narmada Movement is essentially a movement against the pattern of development as mentioned above. It is a crusade to ensure justice of the affected people due to dam construction. The main thrust of the Andolan is to oppose the Sardar Sarovar Project, the largest dam to be built on the Narmada. The struggle started in 1985, relied on hunger strikes, solidarity marches and mass media publicity to spread awareness of the issue, making it one of the pioneering non-violent struggles undertaken to ensure justice to the people. In 1989, it became a full□fledged environmental and livelihood movement, vehemently opposing the dam construction and demanding a just resettlement policy. Medha Patkar, an inspiring leader of the movement, undertook several fasts and hunger strikes that eventually led to an independent review of the project by the World Bank, one of the sponsors of the project and eventually to its withdrawal in 1995. The activists of the movement faced stern police action and lathi charges throughout the course of the struggle. The activists who took part in the struggle hailed from Badwani, Omkareshwar, Alirajpur, Jhabua and so on.The issue was finally taken to the Supreme Court wherein the NBA filed a written petition asking the Court for the stoppage of the dam construction. The initial ruling of the court was favourably disposed towards the NBA, ordering the stoppage of the work and asking the state governments concerned to evolve effective resettlement and rehabilitation policies. But the subsequent orders allowed for the dam construction but with specific conditions.

The Grievance Redressal Committees were formed in the respective states to look into the issues of rehabilitation and monitor the process of resettlement. The ruling of the Court in 2000 envisaged the completion of the project as expeditiously as possible,thus assuming the role of a ‘vigilant observer’. On October 18, 2000, the Supreme Court of India delivered its judgement on the project, allowing an immediate construction on the dam upto a height of 90m. It also authorised the construction as per the original planned height of 138m, provided it is approved by the Relief and Rehabilitation Subgroup of the Narmada Control Authority. Though the verdict was not in favour, the NBA continued its incessant nonviolent struggle; following an unwarranted police action against the activists,the Jabalpur High Court recognised the displaced people’s right to protest, hunger strike and peacefully conduct their struggle. It passed orders to the state government to adequately compensate those satyagrahis who were subjected to illegal arrest and police action. The issue of rehabilitation was discussed again recognising their right to life and livelihood. Many of the activists courted arrests, waged non-violent struggles and demanded land-based rehabilitation for the landless apart from the demand to take action against the corrupt officials involved in disbursing the funds to the resettlers. There were also massive struggles as the Indira Sagar and Omkareshwar affected people continued their indefinite hunger strike for many days and were joined by others who started three-day relay fast in solidarity. It was evidently clear that the people have asserted their resolve to carry on the struggle, with peaceful agitations to achieve their full rights and just demands.But the subsequent hearing of the court and its verdict severely reprimanded the officials concerned to carry out the rehabilitation of the displaced without which the dam construction may be halted. While allowing the continuation of the dam construction, the court passed strict orders for the rehabilitation work that required an immediate attention simultaneously.For its consistent non-violent struggle, the NBA won the ‘Right Livelihood Award’ that aimed at bringing justice to the society at large. The movement also witnessed an active participation from Baba Amte (1914-2008), known for his yeomen service to the leprosy patients in the tribal areas. As aptly noted by the Right Livelihood Award panel, ‘The issues of land for the displaced, the rehabilitation policy at a national level and development planning without displacement have become national issues with NBA interventions, influencing policy making and mass movements. NBA has been effective inits multiple strategy at the executive, legislative and judicial level, campaigning against thedestruction and displacement caused by large dams and for the rights of the affectedpeople – farmers, laborers, fishermen and others’.

অন্যান্য

আধখানা ভালো ছেলে আধা মস্তান

বোহেমিয়ান

নিভৃতে কিংবা অকপটে আমরা সবাই কম-বেশী দ্বৈত সত্ত্বার অধিকারী। এই “আধখানা ভালো ছেলে আধা মস্তান” একজন শিল্পীর জীবনের দ্বৈত সত্ত্বা গুলোর মুখোমুখি আমাদের সরাসরি দাঁড় করিয়ে দেয় কয়েক ঘণ্টার জন্য। অর্ণব একটা শিশুপাঠ্য বই এর মতো করে নিজেকে মেলে ধরেছে এই ডকুমেন্টারি – “আধখানা ভালো ছেলে আধা মস্তান” এ। এই ডকুমেন্টারি শিল্পী অর্ণব, ব্যাক্তি অর্ণব সন্তান অর্ণব খাদের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অর্ণব, একা অর্ণব, আঁকিয়ে অর্ণব, মা-বাবার চোখে অর্ণব – এই সবার সাথে আলাদা আলাদা করে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়।

এই গোটা ডকুমেন্টারি ঠাসা রয়েছে অর্ণবের নিজের গান দিয়ে, রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে, এবং সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে। রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার যে যে সকল লিখিত-অলিখিত নিয়ম বহুদিন সবাই মেনে এসেছি সেসব অবলীলায় ভেঙ্গে-চুরে দিয়ে নতুন এক রবীন্দ্রনাথ, নতুন এক রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সাথে আমাদের আলাপ করিয়েছে অর্ণব। সেই শান্তিনিকেতনের শায়ান থেকে গানে আজকের অর্ণব হয়ে ওটার রাস্তার ধারে থ্রি ডি চশমা পরে বসিয়ে দেয় এই ডকুমেন্টারিটা। একটা গোটা গান তৈরি করে শ্রোতাদের কানে পৌঁছানোর আগে যে গানের পিছনে, একজন গীতিকার, সুরকার, স্টুডিও-ম্যান সবার যে আলাদা আলাদা করে যে অবদান, সে কথা সাধারণ শ্রোতা-উপভোক্তার ধারণার বাইরেই থাকে এক প্রকার। কিন্তু এই ডকুমেন্টারি একটা গানের সাথে জুড়ে থাকা এক একটা মানুষের সাথে আলাদা আলাদা করে সাক্ষাৎ করায়।

গান শোনার সাথে সাথে তার ইতিহাস জানাও জরুরী। আর সেই ইতিহাস গানের সাথে সাথে যে সময়ে তৈরি হচ্ছে সেই সময়েরও আয়নার মতো কাজ করে। ডকুমেন্টারি’র এক জায়াগায় অর্ণব বলছেন যে “আমার কাজ হল এই সময়’টাকে ক্যাপচার করা”। গানের বয়স যত বাড়ে তত সে টুকরো টুকরো ঘটনার প্রচ্ছন বক্তা হিসেবে নিজের গুরুত্ব প্রকট করে।
অর্ণবের একক সঙ্গীতজীবনে তার ছয়টি অ্যালবাম প্রকাশিত হয়েছে। ২০১৫ সালের এপ্রিলে মুক্তি পায় তার ষষ্ঠ একক অ্যালবাম খুব ডুব। ডকুমেন্টারিতে এই অ্যালবাম-গুলি থেকেই নির্বাচিত কিছু গান নিয়ে আলোচনা করেছেন স্বয়ং অর্ণব। অপকটে। পছন্দের শিল্পীর ব্যাক্তি জীবন নিয়ে তাদের অনুরাগীদের মধ্যে আগ্রহ তুঙ্গে থেকেছে বরাবরই। আর সেই শিল্পী যখন স্বয়ং তাঁর ব্যাক্তি জীবন নিয়ে এমন অপকটে কাটা ছেঁড়া করেন তখন সেটা ব্যাখাতীত হয়ে যায়।

এই ডকুমেন্টারিতে যাদবপুরের ছাত্র আন্দোলনের কথা আছে, তাতে অর্ণব ও তাঁর গানের ভুমিকার কথা আছে, তাঁর গানের লাইন কেমন করে আন্দোলনের মুখ্য স্লোগান হয়ে উঠলো তা আছে। এখানে মুক্তি যুদ্ধের কথা আছে, সে সময়ের শিল্পের কথা আছে। অর্ণবের বাবার কথা আছে। মুক্তি যুদ্ধের সময়কালে শিল্প জগতে অর্ণবের পিতার অবদানের কথা আছে, আছে মানুষের কষ্টের কথা। সেই কষ্ট কেমন করে শিল্পের পুঁজি হয়ে উঠলো সেই কথাও। আরও কত কি দিয়ে যে এটি সম্পৃক্ত লিখে শেষ করা যাবে না।ডকুমেন্টারি’র এক জায়গায় অর্ণবের বাবা বলছেন, “কেউ তিন তলা থেকে ঝাঁপ মেরে মারা গেলো এবং বিখ্যাত হয়ে গেলো। এ এক রকম বিখ্যাত হওয়া। আর একজন রোজ তিন তলা থেকে ঝাঁপ মারছে, এবং বেঁচে যাচ্ছে প্রতিবার। সেও বিখ্যাত। কিন্তু সে ঝাঁপ মারতে জানে। অর্ণব এমনি, সে ঝাঁপ মারতে জানে” । সাথে এও জানে কেমন করে এমন ঝাঁপ দেওয়া, মাঝে মাঝে ডুব দেওয়া জরুরী।"আধখানা ভালো ছেলে আধা মস্তান” – এমনি আমাদের ঝাঁপ মারতে শেখায়। কিন্তু সাথে ঝাঁপ মেরে বেঁচে থাকতে হবে সে কথাও বলে দেয় কানে কানে।

RECITAL SPHERICAL

An Offside Art Magazine

News Press & Publication

Contact no.9748582717

Gmail : recitalspherical@gmail.com